রোগীলিপি রেপার্টরী রুব্রিক

ডা. হুমায়ূন বিশ্বাস

সূচীপত্র

ক্রঃনং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	রোগীলিপি	৯
১।	রোগীলিপি	১১
২।	সর্বাধিক আমলযোগ্য লক্ষণসমূহ	১৫
৩।	কয়েকটি বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা	১৭
৪।	হোমিওপ্যাথি তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং আমার ব্যর্থতা	২৩
	রেপার্টরী	২৭
৫।	রেপার্টরী আয়ত্ত করার কৌশল	২৯
৬।	রেপার্টরী থেকে কিভাবে রোগীর বর্ণিত রোগ লক্ষণ হতে ঔষধ নির্বাচন করবেন	৩১
৭।	রেপার্টরীর সাহায্য নিয়ে কিভাবে সঠিক ঔষধ নির্বাচন করবেন	৩৯
৮।	ঔষধ নির্বাচন ও প্রয়োগের কৌশল	৪২
৯।	রেপার্টরীর মানসিক লক্ষণের রুব্রিক	৪৩
	রুব্রিক	৪৫
	(ইংরেজী → বাংলা)	৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
A	৪৮	N	১০৫
B	৫৬	O	১০৬
C	৫৯	P	১০৯
D	৬৮	Q	১১৯
E	৭৫	R	১২০
F	৮০	S	১২৬
G	৮৪	T	১৩৮
H	৮৬	U	১৪৫
I	৯০	V	১৪৭
J	৯৬	W	১৪৮
K	৯৬	Y	১৫১
L	৯৭	Z	১৫২
M	১০০		

রুব্রিক ১৫৩
(বাংলা → ইংরেজী) ১৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠা নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অ	১৫৬	ঢ	২০০
আ	১৬৮	ত	২০০
ই	১৭২	থ	২০১
উ	১৭২	দ	২০২
ঋ	১৭৫	ধ	২০৫
এ	১৭৫	ন	২০৭
ঐ	১৭৬	প	২১১
ঔ	১৭৬	ফ	২২০
ক	১৭৬	ব	২২১
খ	১৮৪	ভ	২৩১
গ	১৮৬	ম	২৩৪
ঘ	১৯০	য	২৪১
চ	১৯১	র	২৪২
ছ	১৯৫	ল	২৪৬
জ	১৯৬	শ	২৪৭
ঝ	১৯৭	স	২৫১
ট	১৯৮	হ	২৫৯
ঠ	১৯৯	ক্ষ	২৬৩
ড	১৯৯		

Key to Synthesis Repertory (Extremities / General)

(বাংলা → ইংরেজী)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অ	২৬৭
আ	২৬৮
ই	২৬৮
উ	২৬৮
ঋ	২৬৯
এ	২৬৯
ও	২৬৯
ঔ	২৬৯
ক	২৭০
খ	২৭১
গ	২৭২
ঘ	২৭২
চ	২৭৩
ছ	২৭৩
জ	২৭৩
ঝ	২৭৪
ট	২৭৪
ঠ	২৭৪
ড	২৭৫
ঢ	২৭৫
ত	২৭৫
থ	২৭৫
দ	২৭৫
ধ	২৭৬
ন	২৭৬
প	২৭৭
ফ	২৭৯
ব	২৭৯
ভ	২৮২
ম	২৮২
য	২৮৩
র	২৮৪
ল	২৮৪
শ	২৮৫
স	২৮৬
হ	২৮৭
ক্ষ	২৮৮

রোগীলিপি

সরাসরি রোগীর নিকট হতে তার কষ্টের বর্ণনা শুনে, রোগীর আশেপাশে যারা আছেন, রোগীর পরিচর্যাকারীগণ হতে যে সব তথ্য পাওয়া যায় এবং সর্বশেষ চিকিৎসক নিজে যা দেখেন ও অনুভব করেন তার আলোকে রোগীর সদৃশ ঔষধ নির্বাচনের যে কৌশলপত্র অংকন করা হয় তাহাই রোগীলিপি/ রোগলিপি।

সঠিক নিয়মে কেইস টেকিং করতে পারলে সঠিক ঔষধ নির্বাচনের পথ খুলে যায়।

রোগীর সঙ্গে সালাম / আদাব বিনিময়ের পর রোগীকে বলবেন আপনার কষ্টের কথাগুলি ধীরে সুস্থে বলেন যাতে আমি সব কথা লিখে রাখতে পারি। রোগীর আঞ্চলিক ভাষায় রোগীকে জিজ্ঞাসা করুন আপনার কি সমস্যা। কখনো রোগীকে বলবেন না, আপনার কি অসুখ। যদি অসুখের নাম জিজ্ঞাসা করেন তাহলে দেখবেন রোগী "Google" সাহেবের কাছ থেকে ঐ রোগের সব তথ্য জেনে আপনার সামনে গড়গড় করে বলে যেতে থাকবে, যা আপনার দরকার নাই। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাবে।

রোগী ঘুরে ফিরে বারবার অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে থাকবে। যেমন অমুক অমুক স্থানে গেলাম, অমুক অমুক ডাক্তার দেখালাম, অমুক অমুক ঔষধ খেলাম, গাদাগাদা রিপোর্ট, প্রেসক্রিপসন দেখাবে ইত্যাদি। তখন রোগীকে ধমক না দিয়ে ভদ্রভাবে মোলায়েম স্বরে বলবেন শুধু রোগ / কষ্টের সম্বন্ধে বলেন, ঐ সব অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের দরকার নাই বা পরে দেখব।

কখনো রোগীকে এমন প্রশ্ন করবেন না যাতে রোগীর হাঁ বা না বলার সুযোগ থাকে। যেমন যদি প্রশ্ন করেন আপনার কি গ্যাসট্রিক আছে। রোগী বুঝে/না বুঝে উত্তর দিবে হ্যাঁ। এখন আপনি কি করবেন। যদি বুঝে বলে থাকে তাহলে গ্যাসট্রিক অর্থ পাকস্থলী। যদি না বুঝে বলে থাকে রোগীর পাকস্থলীতে এসিড বা অম্ল হয়। এটা কম/ বেশী সবারই হয়।

রোগী প্রথমেই কি অভিযোগ করে তা মনযোগ দিয়ে শুনুন এবং সাথে সাথে লিখে ফেলুন। প্রথমেই যে অভিযোগ করে সেইটাই রোগীর মূল রোগ/ অভিযোগ যেমন রোগী বলল আমার মাইগ্রেনের ব্যথা অর্থাৎ মাথা ব্যথা। এবার আপনি ১নং লিখে লিখুন মাথা ব্যথা– তারপর কিছুটা জায়গা ফাঁকা রেখে ২নং দিয়ে দ্বিতীয় কষ্টের কথা লিখুন। যেমন–

১। মাথা ব্যথা

২। স্কুল জীবন থেকেই আমার মাথা ব্যথা

৩। রৌদ্রে গেলেই মাথা ব্যথা শুরু হয়।

রোগীর বলার সময় কোন প্রশ্ন করবেন না, চুপচাপ লিখে যেতে থাকুন। রোগী থেমে গেলে বলুন আপনার সারা জীবনের সব কষ্টের কথা বলুন। রোগীর কথা বলা শেষ হলে, এবার আপনার পালা প্রশ্ন করার। রোগী যা বলবে তা সংশ্লিষ্ট কলামের নীচে ফাঁকা জায়গায় লিখুন।

১। কখন ব্যথা হয়– সকাল, দুপুর, বৈকাল, রাত, প্রথম রাত, মধ্য রাত, শেষ রাত ইত্যাদি।
২। উপশম/বৃদ্ধি– কি করলে বাড়ে, কি করলে আরাম লাগে। কষ্টের সময় আরামের জন্য কি করেন। যেমন– অন্ধকারে আরাম, আলোতে আরাম ইত্যাদি
৩। ব্যথার সময় আর কি কষ্ট হয়– যেমন ব্যথার সময় বমি/বমি ভাব।
৪। ব্যথার ধরণ যেমন– সুঁচ ফোটান ব্যথা, হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়, ঘিনঘিনে ব্যথা ইত্যাদি।
৫। বদ্ধ ঘরে ভাল লাগে না খোলা বাতাসে ভাল লাগে।
৬। ব্যথার সহিত পর্যায়ক্রমিক অন্য কোন কষ্ট আছে কিনা, যেমন– ব্যথা কমে গেলে হাঁপানি দেখা দেয়।
৭। ব্যথা ডান দিকে না বাম দিকে।
৮। ব্যথার উত্তেজক কারণ কি? যেমন– রাগের পর / গোছলের পর / রৌদ্রে গেলে / সর্দি লাগলে ইত্যাদি
৯। মেয়েদের বেলায়– রোগিনীর বয়স, ঋতুস্রাবের কোন প্রভাব (প্রথম রজঃদর্শন, মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।
১০। রোগীর মেজাজ-মর্জি (মানসিক লক্ষণ)
১১। কোন অবস্থানে বাড়ে/কমে– শয়ন/বসে থাকা/হাঁটা চলা ইত্যাদি

১২। রোগী যদি বলে আমার মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, বুকে ব্যথা, শ্বাস-কষ্ট। তখন আপনি এক লাইনে লিখবেন না, আপনি লিখবেন
ক) মাথা ব্যথা
খ) পেট ব্যথা
গ) বুকে ব্যথা
ঘ) শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি এইভাবে

এখন একটি মাইগ্রেন রোগীর কেইস হিষ্ট্রি নিয়ে আলোচনা করব। রোগিনীর বয়স প্রায় ৬০। মাইগ্রেনের সমস্যা নিয়ে এসেছে। রোগিনীর বর্ণনা নিচে দেওয়া হল। কখনো অন্য রোগী বা আপনার সহকারীর সামনে রোগীকে প্রশ্ন করবেন না। এতে রোগী তাঁর ব্যক্তিগত গোপন কথা প্রকাশ করবে না। বিশেষতঃ মহিলা রোগীদের বেলায় তার স্বামী, বাবা-মা অন্যদের সামনে ব্যক্তিগত বিশেষতঃ যৌন জীবনের বা গোপন অঙ্গের বিষয়ে প্রশ্ন করিলে রোগী উত্তর এড়িয়ে যাবে। এতে আপনি সঠিক তথ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হল সঙ্গের লোকজনকে অনুরোধ করা যে আপনারা ৫ মিনিটের জন্য একটু বাহিরে যান।

যখন আপনি লক্ষণ সংগ্রহ করিবেন তখন লক্ষণের ৬টি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখিবেন। যেমন–

১। মানসিক লক্ষণ (Mind)
২। উপশম / বৃদ্ধি (Modalities)
৩। অনুভূতি (Sensation)
৪। রোগের কারণ (Causation)
৫। রোগের আক্রমণের স্থান (Location)
৬। সহচর অবস্থা / একটা লক্ষণের সহিত আর একটি লক্ষণ (Concomitants)। যেমন –
ক) মাথা ব্যথার সময় বমি।
খ) ঋতুস্রাবের সময় স্তনে দুধ সঞ্চয় হয় (পালস, টিউবার)

রোগীর লক্ষণ সংগ্রহ শেষে এই লগুণগুলি মিলিয়ে নেবেন। যদি কোন একটি বাদ পড়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন করে জেনে নিন।

দীর্ঘদিন ধরে কোন চিররোগে ভুগিতেছে এমন রোগী যদি কোন লক্ষণের কথা বলে যা গত ১০-৩০ দিন ধরে ভুগতেছে, এক্ষেত্রে খোঁজ নেন কোন ঔষধ

সর্বাধিক আমলযোগ্য লক্ষণসমূহ– সর্বাঙ্গীন বা ব্যাপক লক্ষণ– যে লক্ষণগুলি রোগীর বেলায় সর্বতোভাবে প্রযোজ্য তাকে সর্বাঙ্গীন লক্ষণ বলে। যেমন–

১। রোগী বলিল– আমি শীত কাতর– এটা তার সর্বাঙ্গীন অনুভূতি– বিশেষ কোন অঙ্গের নয়।

২। আমার যে কোন পীড়া হলেই মাথা ব্যথা করে– মাথা ব্যথাটা সর্বাঙ্গীন।

৩। শিশুর সর্দি লাগলে বমি করে। দুধ খেলে বমি করে, জ্বর এলে বমি করে– এখানে বমিটা সর্বাঙ্গীন লক্ষণ।

৪। **মানসিক লক্ষণ–** সব লক্ষণের উপর মানসিক লক্ষণ। চিররোগে মানসিক লক্ষণ না পেলে আপনার নির্বাচিত ঔষধে আরোগ্য সম্ভব নয়। রোগীর উপশম হলেও আপনি অনুমানে ঢিল ছুড়েছেন।

৫। **অসাধারণ লক্ষণ–** যে সব লক্ষণ সাধারণ লক্ষণ অপেক্ষা ব্যতিক্রম যেমন– দ্রুত হাঁটিলে বুক ধড়ফড়ানি বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, সেখানে যদি ধড়ফড়ানির উপশম হয় তাহলে এটা হবে অসাধারণ লক্ষণ, ঔষধ হবে– আর্জে-নাই, সিপিয়া।

৬। **একক অসাধারণ লক্ষণ–** যে সব লক্ষণ অসাধারণ আবার এককও বটে। যেমন– ধীরে ধীরে হাঁটিলে বুক ধড়ফড়ানি বৃদ্ধি পায়। যেমন– নাইট্রিক এসিড (Chest, palpitation, walking, slowing, agg)।

ধীরে ধীরে হাঁটিলে বুক ধড়ফড়ানি বৃদ্ধি পায় (একক লক্ষণ বিস্তারিত পাবেন আমার লেখা বই "সিঙ্গল রেমিডি"তে।

৭। **ধাতুগত লক্ষণ–** যে সব কষ্ট রোগী জন্মের পর থেকেই ভুগিতে থাকে, সামান্য কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকেই ধাতুগত লক্ষণ বলে। যেমন সামান্য কারণেই সর্দি লাগে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে কোন রোগ ইত্যাদি।

যদি সুনির্বাচিত ঔষধ খাওয়ার পর রোগীর কষ্টের উপশম হয় কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করে এবং কিছুদিন পর আবার কষ্টগুলি ফেরত আসে তাহলে বুঝিতে হইবে ঐ রোগী আরোগ্য যোগ্য নয়, কারণ তার দেহের সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন– লিভার, ফুসফুস, কিডনী, হার্ট ইত্যাদির কোন একটি ক্রিয়া ক্ষমতা আংশিকভাবে হারিয়ে ফেলেছে।

রোগীলিপি বই-এর উপরে রোগীর নাম, বয়স, পেশা, ঠিকানা এবং মোবাইল নং লিখে নিবেন।

রোগীর বর্ণনায় যদি কোন মানসিক লক্ষণ না পান তাহলে সুস্থ অবস্থায় মানসিক লক্ষণ ও অসুস্থ অবস্থায় মানসিক লক্ষণ নিম্নোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবেন। যেমন–

১। মানসিক লক্ষণের পরিবর্তন কখন হয়, সকাল, বৈকাল, সন্ধ্যা, ১ম রাত, মধ্য রাত, শেষ রাত (ভোর বেলা) ইত্যাদি।

২। মেজাজ কেমন– শান্ত, উগ্র, খিটখিটে, সান্ত্বনায় বৃদ্ধি / না উপশম।

৩। খোলা বাতাস / বদ্ধ ঘরে কেমন লাগে।

৪। মদপানের / অন্য কোন নেশার ইতিহাস।

৫। একা থাকতে ভাল লাগে, নাকি সবার সঙ্গে থাকতে ভাল লাগে।

৬। মিশুক / আলাপী (Communicative/ Sociability)। ঘড়কুনো / অমিশুক (Antisocial), চাপা স্বভাব (Taciturn)।

৭। সুঁচি বায়ু (Cleanness/Fastidious)

৮। অলীক বিশ্বাস/মতিভ্রম (Delusions)

৯। কোন খাবারের প্রতি অতি আগ্রহ / বিতৃষ্ণা

৯। আবেগ (Emotions)

১০। ভাল লাগা – রুচি / অরুচি

১০। ভয়

১১। বাতিক (যেমন– ঘুরে বেড়ানোর বাতিক - Wandering)

১২। হিসাব নিকাশে পটু/অপটু (Mathematics)

১৩। নির্ভরশীল

১৪। স্বনির্ভর– Yielding disposition

১৫। মন খারাপ হলে কি ধরনের চিন্তা মনে আসে।

১৬। রাগের সময় কি ধরনের আচরণ করে।

রোগীকে কখনো সরাসরি প্রশ্ন করিতে নাই। একবার গাজীপুর, শ্রীপুরের এক রোগীকে জিজ্ঞাসা করলাম তিতা করল্লা কেমন লাগে। রোগী উত্তরে বললো, "এখন কি তিতা করল্লা পাওয়া যায়?" আমার প্রশ্ন করা উচিত ছিল আচ্ছা টক, ঝাল, মিষ্টি, তিতা কোনটা খেতে আপনার বেশী ভাল লাগে।

যখন চিকিৎসকের পালা আসবে বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ সংগ্রহের তখন তিনি দেখবেন জিহ্বার রং, রোগীর খুব কাছে গিয়ে দেখবেন শ্বাস-প্রশ্বাসে কোন গন্ধ আছে কিনা, ক্ষুধা / পিপাসা কেমন ইত্যাদি।